তারিখ 17 MAR 2003
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

দৈনিক
ইনকিলাব

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

গোলাম মোহাম্মদ ফেরদৌস ভূঁইয়া/জান্নাতুল ফেরদৌস বর্হি

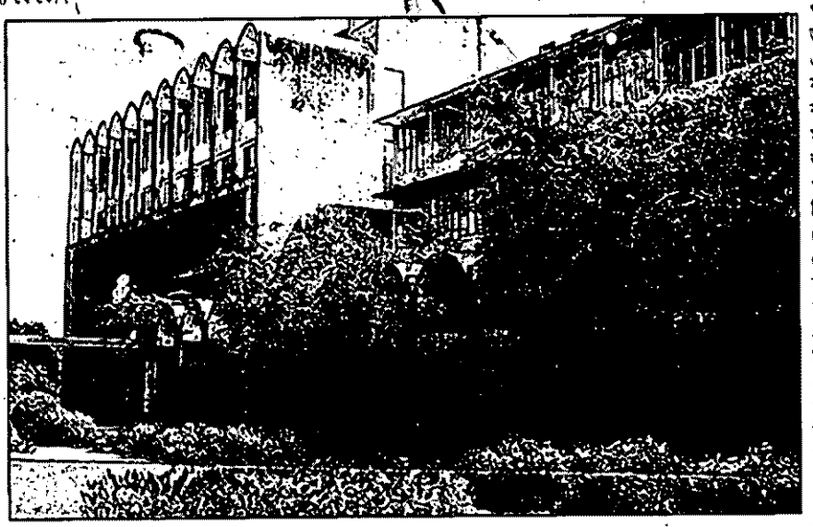

কৃষি প্রধান সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জীবিকার প্রধান উপায় হচ্ছে কৃষি কাজ। কৃষির উৎপাদন বাড়াতে এবং কৃষির উপর নতুন কিছু উদ্ভাবনের জন্য ১৯৬১ সালের ১৮ আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় ময়মনসিংহ শহর থেকে মাত্র ৪ কিঃ মিঃ দক্ষিণে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন এক হাজার দুই শত একর (৪৮৪ হেক্টর) যা বাংলাদেশের অন্য যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বৃহৎ। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) মনোগ্রামটির উপরে লেখা রয়েছে 'জ্ঞান, দক্ষতা ও চরিত্র এবং জ্ঞানের প্রতীক বই'। তার নিচে জ্ঞানের আলোক 'মশাল', বাম পাশে 'লাঙ্গল' ও ডান পাশে 'শস্যের মাথা' মনোগ্রামটির সর্ব নিম্নে 'বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়'-এর সম্পূর্ণ নাম লেখা রয়েছে। বাকৃবি বর্তমান চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ও ভাইস চ্যান্সেলর পদে দায়িত্ব পালন করছেন প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান। বাকৃবিতে অনুষদের সংখ্যা ৬টি এবং এই অনুষদগুলোতে সর্বমোট বিভাগ রয়েছে ৪৩টি। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত ভেটেরিনারি অনুষদে বিভাগ রয়েছে এনাটমি ও হিস্টলজি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি, প্যাথলজি, প্যারাসাইটোলজি, মেডিসিন, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স এবং মাইক্রো বায়োলজি ও হাইজিন। ১৯৬১ সালে শুরু হওয়া কৃষি অনুষদে বিভাগ রয়েছে কৃষিতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, উদ্যানতত্ত্ব, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান, কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা, কৃষি রসায়ন, প্রাণ রসায়ন, গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, ভাষা, এগ্রোফরেস্ট্রি, বায়োটেকনোলজী এবং এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগ। ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত পশুপালন অনুষদে রয়েছে পশু প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান, পশুবিজ্ঞান, পশুপুষ্টি, পোল্ট্রীবিজ্ঞান এবং ডেইরীবিজ্ঞান। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে বিভাগ রয়েছে কৃষি অর্থনীতি, কৃষি অর্থসংস্থান, কৃষি পরিসংখ্যান, সমবায় ও বিপণন এবং গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান বিভাগ। কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬৪ সালে। এই অনুষদে বিভাগ রয়েছে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, ফার্ম স্ট্রাকচার, কৃষিশক্তি ও যন্ত্রবিভাগ, ফুড টেকনোলজি ও গ্রামীণ শিল্প বিভাগ এবং কম্পিউটার সায়েন্স ও ম্যাথমেটিক্স বিভাগ। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদে রয়েছে ফিশারিজ বায়োলজি ও জেনেটিক্স বিভাগ, একোয়াকালচার, ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট এবং ফিশারিজ টেকনোলজি বিভাগ। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে বর্তমানে ৪৫০ জন শিক্ষক রয়েছে। প্রায় ৫০০০ ছাত্রছাত্রী স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি-তে অধ্যয়নরত রয়েছে। বিদেশী ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ৫০ জন। ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষ হতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে কোর্স ক্রেডিট সেমিস্টার পদ্ধতিতে ৪ বছর মেয়াদী (৮ সেমিস্টার) ডিগ্রী কার্যক্রম চালু হয়েছে। মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রী কোর্স পরিচালনা করে থাকে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক শিক্ষা ও গবেষণার জন্য খামার, ক্লিনিক ও কারখানাগুলো হল ভেটেরিনারি ক্লিনিক, কৃষি খামার, উদ্যানতত্ত্ব খামার, কৃষিতত্ত্ব গবেষণাগার, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন খামার, মৃত্তিকা গবেষণা খামার, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ডেইরী খামার, পোল্ট্রি খামার, মৎস্য খামার, কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার, ভেড়া-ছাগলের খামার, প্রকৌশল কারখানা, সেচ মাঠ গবেষণাগার এবং মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদীয় মাঠ গবেষণা কমপ্লেক্স। বাকৃবিতে হল রয়েছে মোট ১১টি। এর মধ্যে ছাত্রদের ৯টি এবং ছাত্রীদের ২টি। ছেলেদের হলগুলো হল ঈশা খাঁ হল (১৯৬১), শাহজালাল হল (১৯৬৩), শহীদ শামসুল হক হল (১৯৬৫), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল (১৯৬৯), ফজলুল হক হল (১৯৬৯), শহীদ নাজমুল আহসান হল (১৯৭৩), আশরাফুল হক হল (১৯৮২), শহীদ জামাল হোসেন হল (১৯৮৮) এবং শেখ মুজিব হল (১৯৯৬)। ছাত্রী হলগুলোর মধ্যে সুলতানা রাজিয়া হল (১৯৮২) এবং নূতন ছাত্রী হল (২০০২)। বাকৃবির গ্রন্থাগারটি অত্যন্ত সুদৃশ্য ও পড়াশোনার জন্য চমৎকার। গ্রন্থাগারটিতে বর্তমানে প্রায় পৌনে দুই লাখ ভল্যুম রয়েছে। চলতি সাময়িকীর সংখ্যা ১৯৭টি ও ৪৭০টি শিরোনামের পাঠ্য পুস্তক সংখ্যা ১৯ হাজার ভল্যুম। ডাটাবেস ১১টি, মাউক্রোফিস ১৪৯৪টি এবং মাইক্রোফিল্ম ১০৫টি। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত একমাত্র কলেজটি হলো শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ফিশারিজ কলেজ, মেলান্দহ জামালপুর। বাকৃবির গবেষণা পরিচালিত হয়ে থাকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেম (বাউরেস)-এর তত্ত্বাবধানে। গ্রাজুয়েট ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের (জিটিআই) মাধ্যমে পাক-চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ ও সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স নিয়মিতভাবে প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ কেন্দ্রের (বাউএক) ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে ময়মনসিংহ সদর ও গৌরীপুর উপজেলায় চালু আছে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম অডিটোরিয়াম শিল্প-পুরুষ জয়নুল আবেদীন অডিটোরিয়াম রয়েছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাকৃবির ক্যাম্পাসে রয়েছে বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃষি যাদুঘর। কৃষি প্রধান এ দেশে কৃষিজ উপকরণ, দ্রব্যাদি, প্রযুক্তি দেশের সংস্কৃতির সাথে জড়িত। বাহু রকমের কৃষি উপাদান আজ বিলুপ্তির পথে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশে আজ কৃষি কাজ হচ্ছে উন্নতভাবে। কিন্তু দেশের ঐতিহ্য মণ্ডিত কৃষি উপকরণ ও প্রযুক্তিসমূহ কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার জন্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাকৃবিতে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সমাবর্তন হয়েছে ৬টি। ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাকৃবির ৬ষ্ঠ সমাবর্তন। বাকৃবিতে রয়েছে একাধিক সাংস্কৃতিক সংগঠন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আনাস, পদচিহ্ন, রোটারেক্ট ক্লাব, বিজ্ঞান সংঘ, বাঁধন, রোভার স্কাউট এবং বিএনসিসিসহ প্রভৃতি সংগঠন।